সাতদিন

২১ ফেব্রুয়ারি : সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলাকে চালু করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যথাযথ মর্যাদায় গোটা জাতি শহীদ দিবস পালন করেছে।

বুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবে যাওয়া লঞ্চ থেকে আরো কিছু লাশ উদ্ধার করা হয়। মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৯-এ।

২২ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা বলেছেন, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ে ১১০ কোটি ৬৬ লাখ ৬৭ হাজার টাকা লোকসান দিয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) ও জামাআতুল মুজাহিদিন নামে দুটি জঙ্গি সংগঠনের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি : ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের দাতাগোষ্ঠীর দু'দিনব্যাপী বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকে বৃটেন অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের প্রস্তাব করে।

২৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় প্রাথমিক গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়।

২৫ ফেব্রুয়ারি : বিদ্রোহীদের অতর্কিত হামলায় কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে শান্তি মিশনে কর্মরত বাংলাদেশের ৮ জন সেনা ও ১ জন নৌবাহিনীর সদস্য নিহত হয়।

পঞ্চগড় সিমান্তে বিডিআর-বিএসএফের মধ্যে প্রচন্ড গুলিবিনিময়ে ১ বিএসএফ সদস্য নিহত হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যুবলীগের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এতে নানক-আজমসহ ১৫০ জন আহত হয়।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের প্রথম সুরকার ভাষাসৈনিক আব্দুল লতিফ ইন্তেকাল করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক প্রায় ২১৯২ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কঙ্গোতে শহীদ ৯ বীর

'বাংলাদেশী সৈনিকরা নিরীহ গ্রামবাসীকে স্নেহ-মমতা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশী সৈনিকদের কঙ্গোবাসী কোনোদিন ভুলবে না। আমাদের এই বাংলাদেশী ভাইদের যারা হত্যা করেছে তারা আমাদের শত্রু, কঙ্গোর শত্রু। নিহত বাংলাদেশী ৯ সৈনিকের কফিন যখন কঙ্গোর বুনিয়া প্রদেশে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হচ্ছিল, তখন স্থানীয় গ্রামবাসী চিৎকার করে এসব কথা বলেছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেক নারী-পুরুষ দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

এমন একটি মুহূর্তে বাংলাদেশের ৯ বীর সৈনিকের লাশ কঙ্গো থেকে দেশের পথে রওনা হয়। পশ্চিম আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো। দেশটির আয়তন ৩ লাখ ৪২ হাজার বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী বিনসাসার লোকসংখ্যা প্রায় ২৮ লাখ। ১৯৬০ সালে দেশটি পর্তুগিজদের শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে জাতিগত দাঙ্গা। কঙ্গোতে রয়েছে ১১টি বিদ্রোহী গ্রুপ। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জাতিগত দাঙ্গায় ৩০ লাখ লোক প্রাণ হারায়। শুধু ইতুবিতেই ১৯৯৯ সালে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়। ২০০৩ সালে একটি অন্তর্বর্তী সরকার দেশটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর জাতিসংঘ সেখানে শান্তিরক্ষী মিশন পাঠায়। এই মিশনের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করে। জাতিসংঘের আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং বিশ্বের উত্তেজনাপূর্ণ এলাকাগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কঙ্গোতে সৈন্য পাঠায়। ২০০৩ সালের জুলাই থেকে ১ হাজার ৬০০ জনের বাংলাদেশী সৈনিকের একটি দল সেখানে কর্মরত রয়েছে। বাংলাদেশী বীর সৈনিকেরা সেখানে যায় নিরীহ গ্রামবাসীকে পাহারা দিতে। গ্রামের নারী, শিশু, বৃদ্ধরা বীর এই সৈনিকদের ছায়াতলে নিরাপদ থাকতো। গত ২৫ জানুয়ারি টহলরত অবস্থায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর বিদ্রোহী একটি গ্রুপ হামলা চালায়। হামলায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশের ৯ শান্তিরক্ষী প্রাণ হারায়।

অতর্কিত এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন শহীদ আশরাফ খান, ওয়ারেন্ট অফিসার সোহরাব হোসেন তালুকদার, সার্জেন্ট সিরাজুল ইসলাম, আতোয়ার রহমন, সিম্যান নূরুল ইসলাম, সেনা সদস্য মোহাম্মদ আবদুস সালাম, মোঃ আবদুস সালাম (২), মোঃ জহিরুল ইসলাম এবং বেলাল হোসেন।

আসাদুর রহমান

ইউএনডিপি'র সেভ ব্লাড প্রজেক্ট

১৬ কোটি টাকা কোথায়

বিগত সরকারের আমলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ইউএনডিপি 'সেভ ব্লাড' নামক ১৬ কোটি টাকার প্রজেক্ট অনুমোদন করে। নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করা এবং এজন্য রক্তদান ও সংরক্ষণের সময় এইচআইভি ও হেপাটাইটিসসহ ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সরবারহ নিশ্চিত করা, জনসাধারণকে সচেতন করা, ডাক্তার ও স্বোচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩টি মেডিকেল কলেজ, ১৩টি সামরিক হাসপাতাল ও ৫৩টি জেলা হাসপাতালে এ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্ধিত ভবনে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধনও করেন।

কিন্তু অগ্রগতি ঐ পর্যন্তই থেমে থাকে। ৫ বছরের প্রকল্প অনুমোদিত হলেও পরবর্তীতে তা বর্ধিত করা হয়। এ ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের নতুন সহযোগিতার চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্পের বর্তমান প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. সালেহ মোঃ রফিক। তিনি আরো বলেন, অর্থাভাবে জেলা সদরগুলোর হাসপাতালে তারা সেবা প্রদান করতে না পারলেও সবকটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সামরিক হাসপাতাল ও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার ৬টি প্রতিষ্ঠানে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা -এর সঙ্গে নতুন চুক্তি কার্যকর হলে তারা জেলা সদর পর্যন্ত তাদের সেবা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

কিন্তু সরেজমিন পর্ববেক্ষণে দেখা যায়, একমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত দেশের আর কোথাও কোনো শাখা নেই, এমনকি সেসব প্রতিষ্ঠানের অনেকেই 'সেভ ব্লাড' নামক কোনো প্রকল্পের নাম শোনেননি। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ফোন করে সেভ ব্লাড সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সংশ্লিষ্টতার কথা জানা যায়। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সেভ ব্লাডের কোন শাখা না থাকায় অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে আর কিছুই জানেন না।

এদিকে ইউএনডিপির অফিসে সেভ ব্লাডের প্রকল্প পরিচালক নাজমুর সাহার সাদিকের সঙ্গে কয়েক দিন যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। প্রোগ্রাম সহকারী শোভা হাজারার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি সরাসরি রেগে গিয়ে বলেন, 'আমার উপরেও বস আছে, আমি এ বিষয়ে কিছুই বলব না।' তার কাছে সেভ ব্লাডের খরচের হিসাব বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইউএনডিপি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। ইউএনডিপি -র একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান যে এখানে অসংখ্য প্রজেক্ট শুরু হবার খবর পাওয়া যায় কিন্তু তা কিভাবে সমাপ্ত হলো তা আর জানা যায় না।

অধিদপ্তর থেকে খরচের হিসাব-নিকাশ চাইতে গিয়ে দেখা যায় ডা. রফিক ভারতে গেছেন, পরবর্তীতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, তিনি এখানে প্রথম থেকে ছিলেন না। তার কাছে পুরো হিসাব-নিকাশ নেই। আবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অফিসে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান এখানে কিছুই নেই, মধুখালির অধিদপ্তর থেকেই সবকিছু পরিচালনা করা হয়। সেভ ব্লাডের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে জানা যায়, বছরে দু-একটা সেমিনার আয়োজন ছাড়া বর্তমানে তারা আর কিছুই করছে না। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছিল, ব্যবহারের অভাবে তাও বিকল প্রায়। মন্ত্রণালয়ের এক কর্মচারী বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে প্রকল্পের সূচনা হওয়ায় বর্তমান সরকার এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

সন্ধানী ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় তারা সেভ ব্লাড থেকে কোনোই সাহায্য- সহযোগিতা পাননি এবং বর্তমানে এটি কোন পর্যায়ে আছে তাও তারা সঠিকভাবে বলতে পারেন না।

এভাবেই বিদেশী সাহায্য সংস্থা আর দেশীয় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সাহায্যের নামে, উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে চলেছে। সরকারও এ বিষয়ে কোনো ভূমিকা পালন করছে না।

মাহমুদ রাজু

সাপ্তাহিক ২০০০-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সুমি খান পেয়েছেন 'দ্য ইনডেক্স অন সেন্সরশিপ : গার্ডিয়ান অ্যাওয়ার্ড'

বিশ্বব্যাপী সংবাদিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রণী প্রতিষ্ঠান 'ইনডেক্স অন সেন্সরশিপ' তাদের বার্ষিক 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন' পুরস্কারের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সুমি খানকে মনোনীত করেছে। 'হুগো ইয়াং অ্যাওয়ার্ড ফর জার্নালিজম' ক্যাটাগরিতে তাকে এই পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কার প্রদানের কারণ হিসেবে সংস্থাটি বাক স্বাধীনতা রক্ষায় সাংবাদিক সুলভ সততার প্রতি সুমি খানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার কথা উল্লেখ করেছে। ১ মার্চ মঙ্গলবার লন্ডনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সুমি খানকে পুরস্কৃত করা হয়। ১০ দিনের উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে মিডিয়ার আলোচনা বৈঠক এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণের কর্মসূচি রয়েছে। তার লন্ডন যাওয়া পুরো ব্যয়ভার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইউ. কে. বহন করেছে।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

বন্ধ হয়ে আছে ডিএনএ ল্যাব

লিখেছেন **সাজিয়া আফরিন**

২০০৩-এর ডিসেম্বরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ডিএনএ ল্যাব চালু হবার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। ড্যানিডার অর্থায়নে এই ল্যাবের কাজ চালু হবার কথা থাকলেও এখন পর্যন্তও এর কোনো কাজ শুরু হয়নি। ঢাকা মেডিকেলের ফরেনসিক বিভাগে এই ল্যাব স্থাপিত হবার কথা। কিন্তু সেখানে ল্যাবের রুমগুলো তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা মেশিনপত্র পড়ে আছে ডেনমার্ক দূতাবাসে।

ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড) এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে মানুষের শরীরের যেকোনো জিনিস পরীক্ষা করে তার পরিচয় প্রদান করা সম্ভব। অত্যাধুনিক এই পদ্ধতির সঙ্গে সারা বিশ্ব পরিচিত হলেও আমাদের দেশে এর পরীক্ষা এখনও শুরু হয়নি। পৃথিবীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা কাজে এই টেস্ট করা হয়। তবে বাংলাদেশে মূলত ধর্ষক চিনতে এবং দোষী ব্যক্তিকে সঠিকভাবে খুঁজে পেতে এই ল্যাব স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ডেনমার্ক সরকারের সহায়তায় 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্প'-এর কাজ হাতে নেয়া হয় ২০০০ সালে। প্রকল্পটির আওতায় ঢাকা ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজে স্থাপন করা হয় ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)।

একজন নির্যাতিত নারীর প্রথমে প্রয়োজন হয় চিকিৎসা সেবার। এরপর পুলিশ কেস এবং পরবর্তীতে কাউন্সিলিং ও আইনি সহায়তা। সর্বোপরি তার প্রয়োজন পুনর্বাসনের। ওসিসি নির্যাতিত নারীর এসব কাজ বিনামূল্যে করে থাকে।

এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সরকারের আরো ৪টি মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সাধারণত একটি নারীর নির্যাতন কেসে গাইনোকোলজি ও ফরেনসিক টেস্ট করতে অনেক সময় লেগে যায়। কারণ একটি টেস্ট হবার পর রিপোর্ট এলে অন্যটি করানো হয়। কিন্তু ওসিসিতে একই সঙ্গে দুটি টেস্ট করানো হয়, ফলে খুব দ্রুত টেস্টের রেজাল্ট পাওয়া যায়।

এই ওসিসির সহায়তাকারী হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে ডিএনএ টেস্ট ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ল্যাব চালু হয়নি। ল্যাবের দরজায় দরজায় তালা ঝুলছে। এ প্রসঙ্গে ফরেনসিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান বলেন, 'কাগজে-কলমে দায়িত্ব পেয়েছি। কিন্তু বাস্তবে পাইনি। এমনকি রুমের চাবিও আমাদের কাছে নেই, চাবি এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। এছাড়া রুমে ইকুইপমেন্টও নেই।'

মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের আওতায় ২০০০ সালের জুন মাসে এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০০৩-এর অক্টোবর। এর পর তা বৃদ্ধি করা হয় ২০০৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত।

দুই দফায় মেয়াদ শেষ হলেও মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর হয় ২০০৪-এর প্রথম দিকে। প্রকল্পটি একনেকের অনুমোদন পায় ২০০৪-এর ২৫ আগস্ট।

প্রকল্পের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি ডিএনএ প্রকল্পের লোক নিয়োগের কাজ শেষ হয়েছে। সূত্র জানায়, আগামী ৩

র‍্যাংগস-এর ডিলার কনফারেন্স

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি র‍্যাংগস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বাৎসরিক ডিলার কনফারেন্স প্যান প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ডিলার কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত মাতসুসিরো হরিগুচি। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন র‍্যাংগস গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ চৌধুরী। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বার্ষিক পুরস্কার ডিলার অব দ্য ইয়ার ২০০৫-এর প্রথম রানারআপ ডিলারের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন র‍্যাংগস গ্রুপের চেয়ারম্যান এ রউফ চৌধুরী, পাশে র‍্যাংগস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুমী হোসেন

তোশিবার সিঙ্গাপুরের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আকিয়ো ওজাকা, জেনারেল ম্যানেজার তাকেসি হাততা, তোশিবা থাইল্যান্ডের পরিচালক ও জেনারেল ম্যানেজার হিডেনরি মাতসুই। ক্যানন সিঙ্গাপুর প্রাঃ লিঃ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার মেলবিন হো, ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার এইচি উদাগাওয়া এবং আরো অতিথি হিসেবে ছিলেন তোশিবা সিঙ্গাপুর প্রাঃ লিঃ-এর মার্কেটিং ম্যানেজার ফিলিপ টিয়ং, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ওহ জিং হং, ক্যানন সিঙ্গাপুরের এসিস্টেন্ট মার্কেটিং ম্যানেজার কুমার সুয়াম্বু এবং র‍্যাংগস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুমী হোসেন।

সম্মেলনে বাংলাদেশের ২৫০ জন ডিলার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং ডিলারের বাৎসরিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে মোট ৮টি বিভাগে ২৪টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে র‍্যাংগস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুমী হোসেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে র‍্যাংগসের সামগ্রির বিপণন সেবা ও মানের উৎকর্ষতায় বাজার জয় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ডিলারদের পক্ষ থেকে বাগেরহাটের ডিলার মিসেস ফাহমিদা আজম তার বক্তব্যে পূর্বের তুলনায় উত্তরোত্তর সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আগত প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন।

বড় অমল সেন মঞ্চ

শেষ হলো ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ম কংগ্রেস

জোট সরকারের দুঃশাসন, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবা থেকে জাতিকে মুক্ত করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ এবং দলকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টির ৭ম কংগ্রেস। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি যশোরে ৫ দিনব্যাপী কংগ্রেস শুরু হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, শ্রীলঙ্কা, কোরিয়া, জার্মানির প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে যোগ দেন। নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে ৭ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের শেষ দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় নতুন কমিটি। ৪১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে পুনরায় সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে রাশেদ খান মেনন ও বিমল বিশ্বাস। পুরাতন কমিটিতে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

যশোর থেকে **মামুন রহমান**

মার্চের মধ্যে চালু হবে এই ল্যাব।

ডেনিশ ডিএনএ এক্সপার্ট প্রফেসর ডিজিং এসে এই ল্যাবে ইকুইপমেন্ট স্থাপনের কাজ শুরু করবেন। কিন্তু ৩ মার্চের মধ্যে ল্যাবটি চালু হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ডেনমার্ক দূতাবাসে পড়ে আছে ৫ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি। ফরেনসিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট লোকজন এ সম্পর্কে জানে না কিছুই, ডিএনএ এক্সপার্ট ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে এসে পৌঁছায়নি।

ড. আকতারুজ্জামান বলেন, 'আমরা ডার্কে আছি। আমাদের তো কিছুই তারা জানাচ্ছে না। তারা আন্তরিকভাবে কিছু করছেও না।'

ডিএনএ ল্যাব চালু হলে প্রকল্পের ট্রেইনাররা ট্রেনিং দেবেন। চুক্তি অনুযায়ী তিন বছর ফরেনসিক বিভাগ তাদের অধীনে কাজ করবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাল্টিসেক্টোরাল প্রোগ্রামের অধীনে থাকবে এ ল্যাব। তাদের এক্সপার্টরা ট্রেনিং দেবেন এবং তিন বছর পর ল্যাব চলবে ফরেনসিক বিভাগের অধীনে।

বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে দফায় দফায় পরিবর্তিত হয়েছে এই ল্যাব চালু হবার দিন। এর মধ্যে ডেনিশ সরকার হুমকি দিয়েছে তাদের ডিএনএ প্রকল্পের ফান্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ধর্ষণ কেসে কোনো আলামত পাওয়া যায় না। পুলিশ কেস হতে দেরি হয়। এ ছাড়া ধর্ষণের পর ভালোভাবে শরীর ধুয়ে ফেলায় পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিছুই পাওয়া যায় না। ডিএনএ ল্যাবের মাধ্যমে আসামির একটি চুল, থুতু, বীর্জ', সিগারেট লেগে থাকা লালা ইত্যাদির দ্বারা তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

ডিএনএ টেস্টের তিনটি ভাগ বা পর্যায় রয়েছে। এগুলো হলো স্ক্রিনিং, এক্সট্রেকশন, এনালাইসিস। ঢাকা মেডিকেলের ডিএনএ টেস্ট তিনটি পর্যায়ে করা হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের অন্য স্থানে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজন হলে প্রথম পর্যায় অর্থাৎ স্ক্রিনিং করা হবে। স্ক্রিনিং অংশে অপরাধের আলামত সংগ্রহ করা হবে এবং তা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডিএনএ ল্যাবে পাঠানো হবে। পরবর্তী দুটি স্টেপের কাজ করা হবে এখানে। দেশে বর্তমানে দুটি ওসিসি সেন্টার স্থাপন করা হলেও সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা এ চারটি মেডিকেল কলেজে ওসিসি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। সেগুলো স্থাপন করা হয়ে গেলে দেশের যেকোনো স্থানের নির্যাতিত নারী নিজ বিভাগেই ওসিসির সুবিধা পাবে।

ডিএনএ ল্যাব চালু হলে ধর্ষক ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডিএনএ টেস্ট করা সম্ভব হবে। বর্তমানে পৃথিবীর যেকোনো দেশে ইমিগ্রেশন ভিসাধারীদের জন্য এ টেস্ট অপরিহার্য। এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের মানুষের এ টেস্ট করতে হলে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যেতে হয়। দেশে ডিএনএ ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হলে এ কাজ দেশেই করা সম্ভব হবে।